



20894 - মূর্তিভাঙার আবশ্যকতা

প্রশ্ন

ইসলামে প্রতীকিত ভাঙা কি আবশ্যিক; এমনকি সটো যদি মানব ঐতহিঁ ও সভ্যতার ঐতহিঁ হয় তবুও? সাহাবায়ে করোম যখন বিভিন্ন দশে জয় করলনে তখন তারা বজিতি দশেগুলোতে প্রতীকিতগুলো দেখো সত্বেও সগেলো ভাঙগনেনি কনে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

শরয়তিরে দললিগুলো মূর্তিভাঙা আবশ্যিক হওয়ার সপক্ষে প্রমাণ বহন করে। এমন দললিগুলোর মধ্যে রয়েছে:

- ১। আবুল হাইয়াজ আল-আসাদি (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে তিনি বলেন, আলী বনি আবু তালবে (রাঃ) আমাকে বললেন: “আমি কতিতোমাকে সবে কাজে পাঠাব না; যবে কাজে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে পাঠিয়েছিলেন? তুমি যত প্রতীকিত পাবে সগেলোকে নষ্ট করবে এবং যত উঁচু কবর পাবে সগেলোকে সমান করে দবি।” [সহিহ মুসলিম (৯৬৯)]
- ২। আমর বনি আবাসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন: “আপনি কী নিয়ে প্রেরিত হয়েছেন? তিনি বললেন: আমি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা, মূর্তিভাঙা এবং আল্লাহর এককত্ব প্রতীষ্ঠা ও তাঁর সাথে কোন কছিকে শরীক না করা নিয়ে’ প্রেরিত হয়েছি।” [সহিহ মুসলিম (৮৩২)]

মূর্তিভাঙার আবশ্যকতা আরও তাগদিপূর্ণ হয় যখন আল্লাহর বদলে সবে সব মূর্তির পূজা করা হয়।

- ৩। জারীর বনি আব্দুল্লাহ আল-বাজালি (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন: হে জারীর! তুমি আমাকে যুল খালাসা (এটি খাছআম গতোত্রে একটি ঘর যাকে ইয়ামনৌ কাবা ডাকা হত) থেকে প্রশান্তি দিতে পার না? তিনি বললেন: তখন আমি দিওশ অশ্বারোহী নিয়ে অভিযানে প্রস্তুত নিলাম / আমি আমার ঘোড়ার উপর স্থির থাকতে পারতাম না / এ বিষয়টি আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে উল্লেখ করলাম / তখন তিনি তাঁর হাত দিয়ে আমার বুকে উপর আঘাত করলেন এবং বললেন: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا (হে আল্লাহ! তাকে স্থির রাখুন এবং পথপ্রদর্শক ও সুপথপ্রাপ্ত বানিয়ে দিন) / বর্ণনাকারী বললেন: জারীর (রাঃ) রওয়ানা হয়ে গেলেন এবং গিয়ে সবে কাবাকে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দলিলে / অতঃপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সুসংবাদ দয়ার জন্য আমাদের মধ্যে থেকে এক ব্যক্তিকে পাঠালেন; যার কুন্য়িত ছিল আবু আরতা / সেই ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি



ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বললেন: আমরা সেই মন্দিরটিকে এমন অবস্থায় রেখে আপনার কাছে এসেছি যেন সটেরিগেরে কারণে আলকাতরা দয়ো (কালো) উট / তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আহমাস গতোত্ররে ঘোড়া ও বীরপুরুষদের জন্য পাঁচবার বরকতরে দয়ো করলেন / [সহহি বুখারী (৩০২০) ও সহহি মুসলমি (২৪৭৬)]

ইবনে হাজার (রহঃ) বলেন:

এ হাদিসে উদ্ধৃত হয়েছে: যে জনিসি দ্বারা মানুষ ফতিনাগ্রস্ত হয় সটেরি দূর করা শরয়ি বিধান; হোক সটেরি কোন ভবন বা অন্য কিছু; যমেন- মানুষ, প্রাণী বা ঝড় পদার্থ। [সমাপ্ত]

৪। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খালদি বনি ওয়ালদি (রাঃ) এর নতৃত্ববে উজ্জা নামক মূর্তিকে ধ্বংস করার জন্য অভয়ান পাঠিয়েছিলেন।

৫। তনিসাদ বনি যায়দে আল-আশহালি (রাঃ) এর নতৃত্ববে মানাত নামক মূর্তিকে ধ্বংস করার জন্য অভয়ান পাঠিয়েছেন।

৬। তনি আমর বনি আ'স (রাঃ) এর নতৃত্ববে সুআ' নামক মূর্তিটি ধ্বংসেরে জন্য অভয়ান পাঠিয়েছেন। এ সবগুলো অভয়ান হয়েছে মক্কা বজিরে পর।

[‘আল-বদিয়া ওয়ান নহিয়া’ (৪/৭১২, ৭৭৬, ৫/৮৩) এবং ড. আলী সাল্লাবীর রচতি ‘আস-সরিতুন নাবাওয়য়িয়াহ’ (২/১১৮৬)]

ইমাম নববী ‘শারহে মুসলমি’ এ تصوير (প্রতকিত্তি তরৌ, ছবি অংকন/নরিমাণ) সম্পর্কে আলচোনা করতে গিয়ে বলেন: “আলমেগণ ইজমা করছেন যে, যটোর ছায়া আছে এমন ছবি তরৌ করা নযিদিধ এবং এটি বকিত্ত করা আবশ্যিক।” [সমাপ্ত]

যে ছবিগুলোর ছায়া হয় সগুলো তে এই মূর্তিগুলোর মত দহেরে অবকাঠামোবশিষ্ট ছবিগুলো।

আর সাহাবায়ে করোম বজিতি দেশেসমূহে প্রতমিগুলো না ভাঙগার যে কথা বলা হয় সটেরি নিছিক ভতিতহীন ধারণা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে সাহাবীবর্গ মূর্তি ও প্রতমি রেখে দয়োর কথা নয়। বশিষেতঃ যহেতে ঐ যামানায় এগুলোর পূজা করা হত।

যদি বলা হয়: তাহলে এই ফরোউনদেরে প্রতকিত্তি, ফনিকীনদেরে প্রতকিত্তি কিংবা অন্যান্য প্রতকিত্তিগুলো বজিয়ী সাহাবীগণ কভিবরে রেখে দলিনে?

জবাব হল: এই মূর্তিগুলোর ব্যাপারে তনিটি সম্ভাবনা রয়েছে:

এক. এ মূর্তিগুলো এত দূরবর্তী স্থানে ছিল যে, সাহাবায়ে করোম সবে সব স্থানে পট্টেছেননি। উদাহরণস্বরূপ সাহাবীদেরে মশির



জয় করার মাননে এটা নয় যে, তারা মশিরের সকল স্থানে পৌঁছেছেন।

দুই. কথিবা সেই মূর্তিগুলো দৃশ্যমান ছিল না। বরং সেগুলো ফরোউনদের ও অন্যদের বাসাবাড়ীর অভ্যন্তরে ছিল। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শ ছিল জালমি ও শাস্তিপ্ৰাপ্তদের বাসস্থান অতিক্রমকালে দ্রুত গমন করা। বরং ঐ সমস্ত স্থানে প্রবশেরে ব্যাপারে নিষিদ্ধোজ্ঞা এসেছে। সহি বুখারী ও সহি মুসলমি এসেছে যে, “তোমরা শাস্তিপ্ৰাপ্তদের এলাকায় প্রবশে করলে কেবল ক্রন্দনরত অবস্থায় প্রবশে করবে। যেনে তাদেরকে যা পাকড়াও করেছে তোমাদেরকে সেটা পাকড়াও না করে।” নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজিরবাসীদের এলাকা অতিক্রম করাকালে এ কথা বলছেন। যেটা ছিল সালহে আলাইহিসি সালামেরে কওম ছামুদ সম্প্রদায়ের বাসস্থান।

সহি বুখারী ও সহি মুসলমিরে অপর এক রেওয়াজতে আছে: “যদি তোমাদেরে কান্না না আসে তাহলে এদেরে গৃহে প্রবশে করো না; যেনে তাদেরকে যা পাকড়াও করেছে তোমাদেরকে সেটা পাকড়াও না করে।”

সাহাবায়েরে করোমেরে ব্যাপারে যে ধারণা রাখা যায় সেটা হল তাঁরা যদি এদেরে মন্দরি বা বাড়ীঘর দেখেও থাকেনে তারা সেগুলোতে প্রবশে করেননি এবং এগুলোর অভ্যন্তরে যা রয়েছে সেসব তারা দেখেননি।

এর মাধ্যমে সাহাবায়েরে করোম কর্তৃক পরিমিডি এবং এর মধ্যে যা কিছু ছিল সেগুলো ধ্বংস না করার যে আপত্তি আসতে পারে সেটোর জবাব হয়ে যায়। তবে এর সাথে এ সম্ভাবনা রয়েছে যে, সে যামানায় পরিমিডিরে প্রবশেপথগুলো বালরি স্তূপ দিয়ে ঢাকা ছিল।

তনি. বর্তমানেরে দৃশ্যমান মূর্তিগুলো তখন বালতি ঢাকা ছিল, অদৃশ্য ছিল কথিবা এগুলো নব আবধিক্ত কথিবা এগুলোকে অনেকে দূরবর্তী স্থান থেকে নিয়ে আসা হয়েছে; যে স্থানগুলোতে সাহাবায়েরে করোম পৌঁছেননি।

ইতিহাসবিদ যরিকিলকিরে পরিমিডি ও আবুল হুল (একটি মূর্তির নাম) ইত্যাদি সম্পর্কে জিজ্ঞেসে করা হয় যে, যে সকল সাহাবী মশির প্রবশে করছেন তারা কি এগুলোকে দেখেছেন? জবাবে তনি বলেন: এ মূর্তিগুলোর অধিকাংশই ছিল বালতি ঢাকা।

বশিযেতঃ আবুল হুল। [শবিহু জায়রিতলি আরব (৪/১১৮৮)]

যদি ধরে নেয়া হয় যে, কোন একটি মূর্তি দৃশ্যমান ছিল; বালতি ঢাকা ছিল না; সক্ষেত্রেও সাহাবীরা ঐ মূর্তিকিরে দেখেছেন এবং তারা ঐ মূর্তিকিরে ভাঙতে সক্ষম ছিলেনে এটা সাব্যস্ত হওয়া আবশ্যিক।

বাস্তবতা হচ্ছে কোন কোন মূর্তি ধ্বংস করতে সাহাবায়েরে করোম অক্ষম ছিলেনে। কেননা এ ধরণেরে কোন কোন মূর্তি ভাঙতে মেশিনারি, যন্ত্রপাতি, বিস্ফোরক ও লোকবল থাকা সত্ত্বেও বশিদিন সময় লগেছে; যগুলো সাহাবীদেরে যামানায় ছিল না।



সাহাবীরা যে এগুলো ভাঙতে অক্ষম ছিলেন এর প্রমাণ হল যা ইবনে খালদুন তাঁর 'মুকাদ্দমি'-তে (পৃষ্ঠা-৩৮৩) উল্লেখ করেছেন যে, একবার খলিফা আর-রশাদি পারস্যের বাদশার প্রাসাদ ভাঙার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তিনি সটে ভাঙার কাজ শুরু করে দেন এবং এর লক্ষ্যে লোকবল জমায়তে করেন, কুঠার সংগ্রহ করেন, প্রাসাদটিকে আগুনে উত্তপ্ত করেন, এর উপরে শরিকা ঢালেন। কিন্তু অবশেষে তিনি ব্যর্থ হন। এবং খলিফা মামুন মশিরের পরিামডিগুলো ভাঙার লক্ষ্যে হাত জড়ো করেন। কিন্তু তিনিও সক্ষম হননি।

আর মূর্তিগুলো না ভাঙার পক্ষে এ কথা বলে কারণ দর্শানো যে, এ মূর্তিগুলো মানব ঐতিহ্য- এমন কথার প্রতি দৃষ্টিপাতের সুযোগ নাই। কেননা লাত, উজ্জা, হুবাল, মানাত ও অন্যান্য মূর্তিগুলোর যারা পূজা করত কুরাইশরা কথিবা আরব উপদ্বীপের অন্যান্য লোকেরো তাদের নিকট এগুলো তো মানব ঐতিহ্যই ছিল।

এগুলো ঐতিহ্য ঠিকিই; কিন্তু হারাম ঐতিহ্য যা ধ্বংস করা ওয়াজবি। যখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নরিদশে এসে যায় তখন একজন মুমনি দরৌ না করে সে নরিদশে পালন করে। এ সমস্ত দুর্বল যুক্তি দিয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশকে প্রত্যাখ্যান করে না। আল্লাহ তাআলা বলেন: 'রাসূল তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দবিনে, এই উদ্দেশ্য যখন তাদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে ডাকা হয় তখন মুমনিদের কথা হয় এটাই: তারা বলে আমরা শুনছি ও মনে নিয়েছি। আর তাই সফলকাম।' [সূরা নূর, আয়াত: ৫১]

আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি তিনি যেন সকল মুসলমিকে তিনি যা পছন্দ করেন ও যতোর প্রতি তিনি সন্তুষ্ট তা পালন করার তাওফিক দেন।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।